61

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির ঘটনা

# ময়মনসিংহে ৬ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে

ময়মনসিংহ, ১২ই ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় খাতা জালিয়াতি করার অভিযোগে পুলিশ ৬ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, জেলার ভালুকা থানার এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩ জন পরীক্ষার্থীর খাতার রোল নং ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন করে অপর ৩ জন পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করার অভিযোগে ভালুকা থানার পুলিশ ভালুকা থানার হবিরবাড়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গফুর, ভালুকা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এমদাদ আলী আকন্দ ও সহকারী শিক্ষক শেখ আহম্মদ আলী ও হামিদুল হক, গোয়ারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক এবং লোহাবৈই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাহাব উদ্দিনকে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৯৩ সালে এসএসসি পরীক্ষার ভালুকা কেন্দ্র হতে মাহমুদ হাসান তালুকদার রোল ভালুকা নং ৪৬০৫৩, সাইফুন্নাহার রোল ভালুকা নং-৪৫৬০০ এবং মাজহারুল ইসলাম রোল ভালুকা নং-৪৬০৬৪ পরীক্ষা দেয়। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকগণ এই সকল পরীক্ষার্থীর খাতার রোল নং ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন করে রেহানা পারভীন রোল ভালুকা নং- ৪৫০০৯, নূরুল ইসলাম রোল ভালুকা নং-৪৫৮৯১ ও তাজউদ্দিন রোল ভালুকা নং-২৪২১৯৩কে ৩টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাস করানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন।

এ ব্যাপারে প্রথম তিন জন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিকট পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে দেখা যায় যে, প্রথম ৩ জন পরীক্ষার্থীর খাতায় রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর-এর স্থলে কেটে পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ বয়েন উদ্দিন বাদী হয়ে গত ৬ই ফেব্রুয়ারি ভালুকা থানায় পাবলিক পরীক্ষা সংশোধন-এর ৮ ধারামতে পরীক্ষার্থী তাজউদ্দিন, রেহানা পারভীন ও নূরুল ইসলাম এবং তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রের হল সুপার প্রধান শিক্ষক আব্দুল গফুর, কেন্দ্রের সচীব প্রধান শিক্ষক এমদাদ আলী আকন্দ, শিক্ষক শেখ আহম্মদ আলী, হামিদুল হক, সাহাব উদ্দিন ও আব্দুর রাজ্জাককে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

জানা গেছে, গত ১০ বছর যাবৎ এভাবে জালিয়াতি করে এই শিক্ষকরা অনেক ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল উল্টা-পাল্টা করে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেছেন।